নবীজীর (সঃ) জীবনী | سيرة النبي

সহজ দৈনিক শিক্ষা

Lesson 1 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Makkan

বাল্য কাল

হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সোমবার ১২ই রবি উল আউয়াল ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন
৭ দিন পর তাহাঁর (সঃ) আকীকা করা হয়
৮ দিনের সময় তাহাকে (সঃ) ধাত্রী হজরত হালিমা নাম্নির কাছে দেওয়া হয়
২ বৎসর বয়সে হযরত হালীমা নবীজীকে (সঃ) তাহার মাতার নিকট প্রথমবার লইয়া যান এবং দেখাইয়া কিছু দিন পরে আবার নিয়া আসেন
৪ বৎসর বয়সে হযরত হালীমা দ্বিতীয়বার নবীজীকে (সঃ) তাহার মাতার নিকট লইয়া যান
৬ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) মাতা (হযরত আমেনা) ইন্তেকাল ফরমান মদিনার নিকটর্বতী আবওয়া জাগায়
৮ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) দাদা (আব্দুল মুতালিব) ৮২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল ফরমান
টিকাঃ নবীজীর (সঃ) পিতা (হযরত আব্দুল্লাহ) তিনির জন্মের কিছুদিন পূর্বে্ব ইন্তেকাল ফরমান

Lesson 2 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Makkan

যৌবন কাল

১২ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম সিরিয়াতে তিজারত করিতে যান, সেখানে মোহন বোহাইরার সংগে দেখা হয় এবং নবীজীকে দেখে বোহাইরা ছিনিতে পারেন যে ইনিই শেষ পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ (সঃ)
১৫ বৎসর বয়সে নবীজী (সঃ) ফুজ্জার যুদ্ধ করেন
১৫ বৎসর বয়সে নবীজী (সঃ) হিলফুল ফাদহুল চুক্তিতে বসেন
২৫ বৎসর বয়সে নবীজী (সঃ) দ্বিতীয়বার সিরিয়ায় তিজারত করিতে যান সেখানে মোহন নাছতোরার সংগে দেখা হয় এবং নাছতোরা ও তিনিকে দেখে চিনিতে পারেন যে ইনিই হবেন সর্বশেষ নবী

Lesson 3 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Makkan

বিবাহিত জীবন

২৫ বৎসর বয়সে হযরত খাদিজার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৫০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
২৮ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) প্রথম পুত্র হযরত কাসেম (আঃ) জন্মগ্রহন করেন (তিনির (আঃ) অন্যে ছেলের নাম আব্দুল্লাহ)
৩০ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) প্রথম কন্যা হযরত জয়নাব (রাঃ) জন্মগ্রহন করেন (আব্দুল আস বিন রাবির স্ত্রী)
৩৩ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) দ্বিতীয় কন্যা হযরত রোকেয়া (রাঃ) জন্মগ্রহন করেন (হযরত উসমানর (রাঃ) স্ত্রী)
৩৪ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) তৃতিয় কন্যা হযরত উম্মে কলসুম (রাঃ) জন্মগ্রহন করেন
টিকাঃ হযরত উসমানর (রাঃ) প্রথম স্ত্রী হযরত রোকেয়ার ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে কলসুমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন
৩৫ বৎসর বয়সে নবীজীর চতুর্থ কন্যা হযরত ফাতেমা (রাঃ) জন্মগ্রহন করেন (হযরত আলীর (রাঃ) স্ত্রী)
৩৫ বৎসর বয়সে নবীজী (সঃ) ক্বাবাগৃহ প্পুনর্নির্মান করেন
টিকাঃ নবীজীর (সঃ) অধিকাংশ সময় হীরা পর্বতের গুহায় কাটাইতেন

Lesson 4 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Makkan

নবোওত

৪০ বৎসর ৬ মাস ১০ দিন বয়সে প্রথম কোরআন শরীফ নাজিল হয়
৪৩ বৎসর বয়সে নবীজী (সঃ) প্রকাশ্যে ধর্মোপাদেশ দেন
৪৩ বৎসর বয়সে নবীজী (সঃ) বাধ্যতামুলক দৈনিক দুইবেলা নামায কায়েম করেছেন
৪৫ বৎসর বয়সে সাহাবাগন ইতিয়পিয়ায় যান
৪৭ বৎসর বয়সে নবীজীকে (সঃ) আবু-তালিবের উপত্যকায় সিমাবদ্ধ রাখা হয়
৫০ বৎসর বয়সে নবীজীর (সঃ) চাচা আবু-তালিব এবং সাঈদা খাদিজা পরলোক গমন করেন
৫০ বৎসর বয়সে ইসলামের দাওয়াত লইয়া অমুসলিমদের নিকঠ তায়েফ যান

Lesson 5 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Makkan

নবোওত

৫০ বৎসর বয়সে হযরত সাওদা (রাঃ) এবং হযরত আয়েশার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (প্রত্যেককে মোহর ৫০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
৫০ বৎসর বয়সে মদিনায় ইসলাম প্রচার করা হয় এবং ইয়াদ বিন মাআজ মদিনায় প্রথম মুসলমান হন
৫১ বৎসর বয়সে নবীজী মেরাজ শরীফ যান এবং মুসলমানদের জন্য দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ নিয়া আসেন
৫২ বৎসর বয়সে বাই আতিল আক্বাবায়ে ঊলা (মদিনা হইতে প্রথম দল যারা নবীজীর (সঃ) উপর ইমান আনিয়াছিলেন)
৫২ এবং ৫৩ বৎসর বয়সে বাই আতিল সানিয়া এবং সালিসা (দ্বিতীয় এবং তৃথীয় দল ইমান আনিলেন)

Lesson 6 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

হিযরত

৫৩ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের প্রথম বৎসর)

- হিযরতঃ প্রথম পবিত্র মক্ষা হইতে সৌর পাহাড়ের গর্তে ৪ রাত থাকার পর মদিনা শরিফ চলে যান
- নবীজী (সঃ) কুবায় ৪ রাত এবং ৪ দিন থাকেন
- প্রথম শুক্রবার জোমার নামাজ খুতবাসহ আদায় করেন
- মসজিদে নববীর কাজ আরম্ভ করেন
- যোহর, আসর এবং এশার নামাজ চার রাকাত করা হয় (পূর্বে ২ রাকাত ছিলো)
- মোহাজির ও আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেন
- নবীজী (সঃ) ইহুদীদের সংগে চুক্তিসন্ধি করেন
- ৩ সারিয়াহ (তৎপরতা) নবীজী (সঃ) সৈন্যে মুতায়ন করেন
- প্রথম মসজিদে নববীতে আজান দেওয়া হয়।

IF YOU INTEND TO LEARN FURTHER SEERAH PLEASE CONTACT JAMEAH

টিকাঃ

- নবী মোহাম্মদ (সঃ) এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন এবং জুন ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন
- ৪৬ অথবা ৫৫ সারিয়াহ হয়াছে ২৮ গাজওয়া হয়াছে

Lesson 7 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৫৪ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের দ্বিতিয় বৎসর)

- ৫ গাজওয়া (যুদ্ধ) তনমধ্যে বদররের যুদ্ধ বিখ্যাত যাহা রাসুল (সঃ) পরিচালনা করেন
- হযরত ফাতেমাকে (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) সংগে বিবাহ দেওয়া হয়
- জেরুজালেম হইতে মক্কা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তন করা হয়
- রমজান মাসের রোজা রাখা বাধ্যেতামুলক করা হয়
- ছদকা তুল ফিত্‌র এবং কোরবনী বাধ্যেতামুলক করা হয়
- মসলমানগন প্রথম ঈদুল ফিত্‌র এবং ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করেন
- ইসলামি ধর্মপ্রচারক কাজ আরম্ভ করার জন্য উদঘাটন করা হয়
- নবীজীর উপর দুরুদ শরীফ পাঠ করার জন্য বলা হয়ছে
- যাকাত বাধ্যেতামুলক করা হয়েছে

Lesson 8 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৫৫ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের তৃতীয় বৎসর)

- ৪ গাজওয়া (যুদ্ধ) তনমধ্যে ওহুদের যুদ্ধ বিখ্যাত
- সারিয়াহ (তৎপরতা)
- হযরত হাফছার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৪০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
- কূনূত আল নাজিলা (কাপেরদের হাত হইতে নাজাত পাওয়ার জন্য নামাজের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়)

Lesson 9 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৫৬ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের চতুর্থ বৎসর)

- হযরত জায়নাব বিন্‌তে খোযাইমার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৪০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
- ৪ সারিয়াহ (তৎপরতা)
- ৩ গাজওয়া (যুদ্ধে)
- মদ পানকরা নিষেধ করা হয়
- হযরত উম্মে সালমাকে (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ১০ দিরহাম দিয়াছিলেন)

Lesson 10 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৫৭ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের পঞ্চম বৎসর)

- হযরত যায়নাব বিন্‌তে জাহাসর (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৪০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
- ১ সারিয়াহ (তৎপরতা)
- ৪ গাজওয়া (যুদ্ধ) তনমধ্যে আহজাবের যুদ্ধ বিখ্যাত (খন্দকের যুদ্ধ)
- তাইয়াম্মুমের নিয়ম বলে দেওয়া হয়
- মহিলাদের জন্য বোরকা প্রচলন করা হয়

FOR FURTHER ISLAMIC KNOWLEDGE JOIN OUR “ISLAMIC EDUCATION HOME STUDY COURSE”

Lesson 11 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৫৮ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের ষষ্ঠ বৎসর)

- ১৩ সারিয়াহ (তৎপরতা)
- মক্কার কাফিরদের সংগে শান্তি চুক্তি করা হয় (হুদায়বিয়ার সন্ধি - মক্কার নিকটবর্তি)
- বাই আতি রিদওয়ান (যুদ্ধের ওয়াদা)
- বিশ্বের সকল বাদশাহদেরে ইসলামের দাওয়াত পত্র দেওয়া হয়
- হযরত জোয়াইরিয়াহর (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৪০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
- হাজজ্ বাধ্যেতামুলক করা হয়

Lesson 12 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৫৯ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের সপ্তম বৎসর)

- হযরত সৈয়দা সাফিয়ার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন
- হযরত সৈয়দা মায়মোনার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৪০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
- হযরত সৈয়দা উম্মে হাবীবার (রাঃ) সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন (মোহর ৪০০০ দিরহাম দিয়াছিলেন)
- ১ গাজওয়া (খাইবার যুদ্ধ)
- ৯ সারিয়াহ (তৎপরতা)

Lesson 13 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৬০-৬১ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের অষ্ঠম এবং নবম বৎসর)

- ৫ সারিয়াহ (তৎপরতা)
- ৩ গাজওয়া মক্কা বিজয়, হুনাইন বিজয় ও তাইফ বিজয়
- নবীজী (সঃ) উমরা হজজ্ করেন (যা ইর্‌রানা নামে পরিচিত)
- ৬ সারিয়াহ (তৎপরতা)
- ১ গাজওয়া (তাবুকের যুদ্ধ এবং শেষ যুদ্ধ)
- হজজ্ ফরজ করা হয় এবং হযরত আবুবকরর (রাঃ) দ্বারা হজেজর প্রথম দলকে পরিচালনা করা হয়
- মুনাফিকদের মসজিদ দারার পুড়িয়ে দেওয়া হয়
- সুদ হারাম করে দেওয়া হয়
- হাবসার রাজার ইন্তেকাল হয় (আবিসিনিয়া)
- কাফিরদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়

Lesson 14 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | Madani

৬২-৬৩ বৎসর বয়সের কর্ম জীবন (হিযরতের দশম এবং এগারতম বৎসর)

- নবীজীর (সঃ) ছেলে হযরত ইব্রাহিম জম্মগ্রহন করেন
- সূর্য গ্রহন (সূর্য গ্রহনের সময় নামাজ পড়া হয়)
- নবী করিম (সঃ) হজজা তুল বিদা (বিদায় হজজ্) করেন
- নবী করিম (সঃ) রোগে আক্রান্ত হন
- ১২ই রবি উল আউয়াল হযরত মোহাম্মদ (সঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নেনে

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 15

নবী করিম (সঃ) এর কিছু বর্ণনা

১) তাঁহার (সঃ) চেহারা চাঁদের মতন উজজ্ল ছিল
২) তিনি (সঃ) স্বাভাবিক লম্বা ছিলেন, খুব বেশী লম্বা নয়, খুব বেশী খাটো নয়
৩) তাঁহার (সঃ) মাথা মাঝারি আকার ছিল
৪) তাঁহার (সঃ) চুল অল্প কোকড়া ছিল
৫) তাঁহার (সঃ) চুল মুলত মধ্যে খানে ভাগ ছিল
৬) তাঁহার (সঃ) চুল কানের লতি পর্যন্ত আবৃত ছিল
৭) তাঁহার (সঃ) চামরার রং উজজ্ল ছিল

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 16

নবী করিম (সঃ) এর কিছু বর্ণনা

৮) তাঁহার (সঃ) কপাল প্রসস্থ ছিল
৯) তাঁহার (সঃ) চক্ষুর ভ্রু চওড়া ও সুন্দর ছিল
১০) দুই দিকের ভ্রু আলগা ছিল এবং জোড়া মিলিতনা, এবং মধ্যে-খানে শিরা ছিল, জাহা রাগান্তিত হয়লে বড় হইতো
১১) তাঁহার (সঃ) নাখ বিশিষ্ঠ এবং উজজ্ল ছিল
১২) তাঁহার (সঃ) মূখভর্তি দাড়ী এবং ঘনো ছিল
১৩) তাঁহার (সঃ) চক্ষুর পুতলী কালো ছিল
১৪) তাঁহার (সঃ) গাল কোমল এবং মাংসভর্তি ছিল

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 17

নবী করিম (সঃ) এর কিছু বর্ণনা

১৫) তাঁহার (সঃ) মূখ স্বাভাবিক চওড়া ছিল
১৬) তাঁহার (সঃ) দাত চিকন ও উজজ্ল ছিল, সামনের দাতগোলা অল্প ফাঁখ ছিল
১৭) তাঁহার (সঃ) গাল খুব সুন্দর ও মশ্রিন ছিল
১৮) তাঁহার (সঃ) শরীরের প্রত্যেক অংশ স্বাভাবিক এবং মাংস পরিপূর্ণ ছিল
১৯) তাঁহার (সঃ) শরীরের জোড়া আনুপাতিক ছিল
২০) তাঁহার (সঃ) বুক এবং পেট সমান ছিল, কিন্তু তাঁহার বুক বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল
২১) তাঁহার (সঃ) কাঁধ প্রশস্ত ছিল

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 18

নবী করিম (সঃ) এর কিছু বর্ণনা

২২) তাঁহার (সঃ) হাড়ের জোরাগুলা শক্ত এবং বড় ছিল
২৩) কাঁধ এবং বুকের ওপরের অংশে উভয় দিকে চুল ছিল
২৪) তাঁহার (সঃ) বাহুর অগ্রভাগ লম্বা এবং হাঁতের তালু চওড়া ছিল
২৫) তাঁহার (সঃ) হাতের তালু এবং পা গুলা মাংস ভর্তি ছিল
২৬) তাঁহার (সঃ) হাতের আংগুল এবং পায়ের আংগুল স্বাভাবিক লম্বা ছিল
২৭) তাঁহার (সঃ) পায়ের তলা অল্প গাত ছিল
২৮) তিনি (সঃ) যখন হাটতেন, তার পা আস্তে ধীরে মাটির উপর রখতেন

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 19

নবী করিম (সঃ) এর কিছু বর্ণনা

২৯) তিনি (সঃ) দ্রুত গতিতে হাটতেন
৩০) তিনি (সঃ) যখন কোনকিচুর দিকে তাকাতেন তাঁর (সঃ) সমস্ত শরীর পাল্ঠে দিতেন
৩১) তিনি (সঃ) সব সময় নিচদিকে লক্ষ্য রাকিতেন
৩২) তাঁহার (সঃ) দৃষ্ঠি আকাশের চেয়ে জমিনের দিকে বেশী থাকত
৩৩) তাঁহার (সঃ) অভ্যাস ছিল কোনকিচুর দিকে তাকালে স্বাভাবিক ভাবে দেখা
৩৪) তিনি (সঃ) যেকোন লোকের সংগে মিলিত হলে, তিনিই সর্ব প্রথম সালাম দিতেন

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 20

নবী করিম (সঃ) এর দৈনন্দিন কার্যকলাপ

নবী করিম (সঃ) যখন বাসায় থাকতেন, তিনির সময় সুচিকে তিন ভাগে ভাগ করিতেনঃ

১) আল্লাহর এবাদতের জন্য
২) পরিবারের জন্য
৩) নিজের জন্য

তিনি (সঃ) নিজের ভাগকে আবার দুইভাগে ভাগ করিতেন

১) বিশিষ্ঠ সাহাবাদের সংগে বয়টক
২) তিনির (সঃ) বিশ্রামের জন্য

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 21

নবী করিম (সঃ) এর বাসার কার্যকলাপ

- তিনি (সঃ) নিজের জোতা মেরামত করিতেন
- তিনি (সঃ) নিজের কাপড় সেলাই করিতেন এবং ঘরের কাজকর্ম করিতেন, যেভাবে একজন লোকে নিজের ঘরের কাজ করে
- তিনি (সঃ) নিজের কাপড়ে তালি দিগেন, ছাগলের দুধ লইতেন এবং ঘরের কাজে নিয়োজিত থাকতেন
- তিনি (সঃ) তাঁর স্ত্রীগনকে কাজে সাহাজ্য করিতেন যেগুলা তাঁর স্ত্রীদের কাজ ছিল
- তিনি (সঃ) তাঁর পুষাক হইতে নীলমাছি তাড়াইতেন এবং মেষের দুধ লইতেন
- নবী করিম (সঃ) দিনের মধ্যেভাগে ঘুমাইতেন
- তিনি (সঃ) পরিবারিক কাজে ব্যস্ত থাকিতেন
- যখন নামাজের সময় হইতো তিনি তখন নামাজের জন্য চলে যেতেন (তীরমিজী)
- রাসুল (সঃ) তিনির প্রত্যেক স্ত্রীকে ১০০ ওয়াছাক দিতেন, ৮০ ওয়াছাক খেজুর এবং ২০ ওয়াছাক যব (বাৎসরিক খরছ) (আবু দাউদ)

ওজনঃ ১ ছা = ৩.৪ ৬০ ছা = ১ ওয়াছাক

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 22

নবী করিম (সঃ) এর বাসার কার্যকলাপ

- তাঁহার (সঃ) একটা বড় কাটের কাপ ছিল, যাহা ধাতুর (মেটেল) আবরনের তৈরী
- নবীজীর (সঃ) বেড ও মাটরাজ খেজুরের পাতা ও ছামড়ার দ্বারা বেষ্ঠিত ছিল
- রাসুলর (সঃ) একখানা মেট ছিল যাহা তিনি দিনের বেলায় বিছাইয়া বসিতেন এবং রাত্রিকালে জানালার পরদা হিসাবে ব্যবহার করিতেন
- রাসুলর (সঃ) কাটের একটা পাত্র ছিল, তিনির বেডের নিচে থাকত এবং তিনি রাত্রিকালে এতে প্রশ্রাব করিতেন
- রাসুলর (সঃ) একটা পানির পাত্র অযুর জন্য, একটা পাত্র মিছওয়াকের জন্য, একটা পাত্র পান করার জন্য ছিল
- নবীজী (সঃ) খাওয়ার সময় চামরার দস্তারখান ব্যবহার করিতেন

টিকাঃ নবীজীর (সঃ) ব্যবহারের অন্যান্য জিনিষ পত্র

- আমামাহ (পাগড়ী সাদা / কালো)
- খালানসুয়াহ (কেপ / টুপি)
- ছামড়ার মুজা
- ইতমিড (কুহ্‌ল / সুরমা)
- ইত্‌র (সুগন্ধি)
- চিরুনী
- আংটি
- মাড্‌ড (পট / পাত্র)
- মিচওয়াক
- হেন্না (রং / মেহেদি)

নবী করিম (সঃ) এর কাপড় সমুহ

- রাসুলুল্লার (সঃ) দুইটা পুরাতন লুংগি ছিল - তিনি লাল আচলার লুংগি এবং চাদর পরিধান করিতেন
- রাসুলুল্লা (সঃ) রোমী জোব্বাহ পরিধান করিতেন যাহার হাত ছোট ছিল - তিনি (সঃ) কোরতা পচন্দ করিতেন
- রাসুলুল্লার (সঃ) কোরতার হাত কব্জা পর্যন্ত ছিল
- রাসুলুল্লা (সঃ) কালো রংগের পাগড়ী পরিধান করিতেন এবং পাগড়ীর অতিরিক্ত কাপড়ের শেষ অংশ তিনির কাঁধ এবং পিটের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখতেন
- রাসুলুল্লার (সঃ) দুইটা সাঁজোয়া ছিল (যুদ্ধের পোষাক)
- রাসুলুল্লা (সঃ) প্রায়ই মাথায় তৈল দিতেন এবং দাড়ি চিরুনি দ্বারা আঁচড়ান করিতেন
- রাসুলুল্লার (সঃ) চুল হযরত আয়শায় (রাঃ) আঁচড়াইয়া দিতেন
- রাসুলুল্লার (সঃ) মাথার নিচের বালিশ চামরা ও আঁশদ্বারা তৈরী এবং চামরা ও সিটের মধ্যেখানে কাপর ছিল (তিরমিজি)

রাসুলুল্লার (সঃ) পরিবার বর্গ

১১ স্ত্রী (হযরত)ঃ খাদিজা, আয়শা, সাফিয়া, জোয়াইরিয়াহ, মায়মোনা, হাফছা, যায়নাব বিন্তে জাহাস, জায়নাব বিন্তে খোযাইমা, উম্মে ছালমা, উম্মে হাবীবা, সাওদা

সন্তানরা (হযরত)ঃ জয়নাব, রোকেয়া, উম্মে কলসুম, ফাতেমা, কাসেম, ইব্রাহিম

নাতি - নাতনিগন (হযরত)ঃ হাসান, হুসেইন, মোহশিন, উম্মে কলসুম

চাচাগনঃ যেমন হযরত হামজা, হযরত আব্বাস

চাচাতো ভাইগনঃ আকিল, আলী, হারিস এবং তাঁদের সন্তানগন আব্দুল্লাহ, ফাদল

রাসুলুল্লাহর (সঃ) পরিবার বর্গ

- আব্দুল্লাহ
- আব্দুল মুতালিব
- হাসিম
- আবদ্ মনাফ
- কোচাই
- মোরর্‌াহ

- আমেনা
- ওয়াহাব
- আবদ্ মনাফ
- জোহরা
- কিলাব

IF YOU INTEND TO LEARN FURTHER SEERAH PLEASE CONTACT JAMEAH

FOR FURTHER ISLAMIC KNOWLEDGE JOIN OUR “ISLAMIC EDUCATION HOME STUDY COURSE”

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 26

রাসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) চাচা ও ফুফুগনের নাম

১) হারিস
২) তালিব
৩) আব্দুল কাবা
৪) আবু লাহাব
৫) হামজা
৬) আব্বাস

১) উম্মে হাকীম
২) বাইদা
৩) ওমাইমা
৪) আরোয়া
৫) বোর্‌রাহ
৬) আতিকা

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 27

বিশিষ্ঠ সাহাবাদের (রাঃ) নাম

১) আবু বকর
২) উমর
৩) উসমান
৪) আলী
৫) আবু উবাইদা বিন জার্‌রা
৬) জুবায়ের
৭) আব্দুর রহমান বিন আউফ
৮) সাআদ বিন ওয়াক্কাস
৯) সাঈদ বিন যাইদ

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 28

গুরুত্বপূর্ণ গাজওয়া

১) বদর
২) উহুদ
৩) আহ্‌যাব
৪) তাবুক
৫) হুদাইবিয়া

গুরুত্বপূর্ণ শারিয়াহ

১) সাইফুল বাহ্‌র
২ শারিয়া বীর মাউনাউ
৩) ফিদাক
৪) দাউমাতুল জুন্দাল
৫) মাউতা

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 29

মক্কার নিকটবর্তি স্থান

১) সাত মীকাত
২) হুদুদ উল হারাম
৩) মসজিদ আল হারাম
৪) আরাফাত
৫) মিনা
৬) মুজদালিফা
৭) মুহাসসির
৮) বাত্‌ন ই উমরা
৯) তিন জামরাত
১০) জোফাহ্‌
১১) মার্‌রুয যাহরান
১২) জান্না আল মাআল

IF YOU INTEND TO LEARN FURTHER SEERAH PLEASE CONTACT JAMEAH

FOR FURTHER ISLAMIC KNOWLEDGE JOIN OUR “ISLAMIC EDUCATION HOME STUDY COURSE”

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 30

মসজিদ আল হারাম

১) ক্বাবাহ
২) হাযরুল আসওয়াদ
৩) মুলতাজিম
৪) ক্বাবার দরজা
৫) মীযাব আল রাহমাত
৬) রোক্‌নূল ইয়ামানি
৭) হাতীম
৮) মাকামি ই ইব্রাহীম
৯) মাতাফ
১০) যাম যামের কূপ
১১) সাফা
১২) মাসআ
১৩) মেলাইন আখধারাইন
১৪) মারওয়াহ
১৫) মাসজিদের দরজা

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 31

মক্কার বিশিষ্ঠ মসজিদ সমুহ

১) রাইয়া
২) জিন
৩) তানঈম অথবা আল শাহ
৪) আল ইজাবাহ
৫) যী-তুওয়া
৬) খাঁইর
৭) নামীরাহ
৮) মাস আরুল হারাম
৯) আকাবাহ
১০) জারানাহ

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 32

মদিনার পার্শবর্তী বিশিষ্ঠ স্থান গুলো

১) মাসজি আল নবুবী
২) বাক্বী
৩) ওহুদ পাহার
৪) ক্বোবা
৫) ফোঁল হুলাইফাহ
৬) বদর

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 33

মাসজিদ আল নববীর ভিতরের বিশিষ্ঠ স্থান সমুহ

১) রাওদাঁ মোতাহ্‌হার
২) সাত পিল্লার
ক) হানানাহ খ) হার
গ) ওউফুদ ঘ) আবু লুবাবাহ্‌
ঙ) সারীর চ) যিব্রাঈল
ছ) আয়শা
৩) রিয়াদুল জান্নাহ
৪) মিহরাব
৫) মিমবার
৬) আসহাবে সুফ্‌ফা
৭) মাসজিদের দরজা (নবীজির সময়কালে)

IF YOU INTEND TO LEARN FURTHER SEERAH PLEASE CONTACT JAMEAH

FOR FURTHER ISLAMIC KNOWLEDGE JOIN OUR “ISLAMIC EDUCATION HOME STUDY COURSE”

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 34

মদিনার বিশিষ্ঠ মসজিদ গুলো

১) ক্বিবলাতাইন
২) জুমুআ
৩) ঘুম্মামাহ
৪) সুক্বইয়া
৫) আহ্‌যাব
৬) ক্বোবা
৭) ইজাবাহ

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 35

মাদিনার কোয়াগুলো

১) আরিছ
২) গুরস্‌
৩) বুধাআ
৪) মুচ্ছাহ্‌
৫) বীরাঁ
৬) আহ্ন
৭) রাওমা

টিকাঃ নবীকারিম (সঃ) এর সময়ের কুয়াগুলো

মদিনার ঐতিহ্য বাহি যিনিষ গুলো - খেজুর

ক) আযওয়াহ
খ) আম্বার
গ) কালীমী
ঘ) ষৈরাক্‌স্ বেনযইন
ঙ) সাখেরাহ
চ) বারনী
ছ) সিহানে
জ)সুখ্‌ল

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 36

মক্কা এবং মদিনার পাহার

১) আবী কুবাইস্‌
২) ক্বাঈক্বান
৩) উমর
৪) থাউড় (সাউর)
৫) থাবীর
৬) খিন্দামাহ্‌
৭) কিদা
৮) হীরা
৯) নূর
১০) রাহমাহ্‌
১১) শীলা
১২) মূনজীর
১৩) উহুদ
১৪) আইনান
১৫) হাব্‌সা
১৬) আসির

Lesson | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ | 37

রাসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) উত্তরাধিকারপ্রপ্তি

১) ক্বোরআন
২) সুন্না

টিকাঃ যদি লোক এগুলো মানিয়া চলে তবে কোনদিন সে পথ ভ্রষ্ঠ হবেনা
অনুমানিক ১২৫,০০০ লোক ইসলাম গ্রহন করছিলেন (সাহাবাগন)

৩) আনুগত্য / বশ্যতা
৪) রাসুলুল্লাহর (সঃ) সময় যে যে দেশ হইতে লোক ইসলাম গ্রহন করিয়াছিলেন

মক্কা	আম্মাম	সোয়াহিল	ইয়াতামা
তায়েফ	নাজরাহ	জোন্দ	
বাহরাইন	সানা	উয়াদি আল ক্বূরা	

Lesson 38 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ |

বাইতুল মুক্বাদ্দিস এবং পার্শবর্তি

১) মাসজিদ আক্বসা
২) ডুমস্‌
ক) সাখেরাহ্‌ (পাথর)
খ) সুলেইমান
গ) আল নবী
ঘ) মেরাজ
ঙ) আল সিলসিলাহ
৩) গেইট
ক) আল নবী
খ) তাওবা
গ) আল হাদিদ
ঘ) আল যাহাব
ঙ) দিমাসাক্ব
চ) আসাদ
ছ) জাফা
জ) মারাকাস
৪) উয়াইলিং ওয়াল
৫) রূহ্‌ এর গর্ত
৬) সুলাইমান এর ঘোড়ার ঘর / সৃতি
৭) ঈসা নবীর জন্ম স্থান
৮) সুলেইমান এর কবর
৯) তুর পাহার
১০) তওয়ার উপত্যকা
১১) সীনার উপত্যকা

Lesson 39 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ |

আমি মোহাম্মদ

১) আমার অনেক নাম, আমি মোহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি আল হাসির (সংগ্রাহক) যিনি আমার পাঁয়ে মানবজাতিকে জড়ো করবেন

২) আমি সকল নীবদের ইমাম, এবং এটা কোন গর্ব নায়, আমি সর্বশেষ নবী এবং এটা কোন গর্ব নায়, আমি ই প্রথম মধ্যেস্থতা করতে হবো এবং আমার মধ্যেস্থতা প্রথম গ্রহন করা হবে এবং এটা কোন গর্ব নায়

৩) আমার যখন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন আদম এর আত্মা তাঁর শরীরে প্রবেশ করা হয় নাই

Lesson 40 | বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ |

আল্লার রাসুলুল্লাহ (সঃ)

১) আর আল্লাহ যখন নবীগনের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে৷ তিনি বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করেছি'। তিনি বললেন, তাহলে এবার সাক্ষী থাক৷ আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম। (৩:৮১)

২) মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল (৪৮:২৯)

৩) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৩৩:৪৫)

৪) এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (৩৩:৪৬)

৫) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৩৩:৪৭)

IF YOU INTEND TO LEARN FURTHER SEERAH PLEASE CONTACT JAMEAH

FOR FURTHER ISLAMIC KNOWLEDGE JOIN OUR "ISLAMIC EDUCATION HOME STUDY COURSE"